কালের কণ্ঠ

তারিখ ০৮ AUG 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

জাবিতে আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক কর্মশালা

সমুদ্রসীমা জয়ে সরকারের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সারা বিশ্বেই গুরুত্ব পাচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন। বাংলাদেশ তার থেকে পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা জয়, ছিটমহল বিনিময় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্য পদ অর্জনের ফলে আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে বাংলাদেশে বেড়েছে বহুমাত্রিক গবেষণা ও একাডেমিক কার্যক্রম। নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতের (পিসিএ) রায়ে বিরোধপূর্ণ সমুদ্র সীমানার ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটারের অধিকার পেয়েছে বাংলাদেশ। সমুদ্রসীমা জয় ও সীমানা নির্ধারণে সরকারের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইনবিষয়ক আবাসিক কর্মশালায় এসব কথা বলেন বক্তারা। আইন শিক্ষা, গবেষণা ও শিক্ষাঙ্গনে আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে সামনে রেখে সম্প্রতি তিন দিনের এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। যৌথভাবে কর্মশালার আয়োজন করে জাবি আইন ও বিচার বিভাগ এবং বার্মিংহাম ল স্কুল, ইংল্যান্ড। 'তৃতীয় বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইন গবেষণা ও শিক্ষণ' শিরোনামের কর্মশালায় অংশ নেন ২৬ জন শিক্ষক ও গবেষক।

কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন জাবির উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যাক্ষ ও আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক। সভাপতিত্ব করেন আইন ও বিচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং কর্মশালার আহ্বায়ক কে এম সাজ্জাদ মহাসীন। সাজ্জাদ মহাসীন বলেন, 'বহির্বিশ্বে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদেও বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্ব করছে সুনামের সঙ্গে। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক আইন জানা ও পড়াটা অত্যন্ত জরুরি।'

কর্মশালায় আন্তর্জাতিক আইন শিক্ষা ও গবেষণায় উন্নততর পন্থা অবলম্বনের প্রতি আলোকপাত করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পরিচালিত হয় নানা কর্মপন্থা। কর্মশালায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন এবং শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপব ড. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান প্রমুখ।

অধ্যাপক রহমত উল্লাহ বলেন, 'জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও আদায়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আইন জানা ও প্রয়োগ জরুরি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরাম থেকে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা ও তা আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন উন্নতমানের গবেষকরাই। কর্মশালাটি এ জন্যই অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ।'

কর্মশালায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক নিজ নিজ গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন ও বিভিন্ন সেশনে অংশ নেন। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের অধ্যাপক এন্টনি অ্যাঙ্গি এবং ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহামের শিক্ষক মুহম্মদ শাহাবুদ্দি। কর্মশালায় অংশ নেন খন্দকার কোহিনূর আখতার উর্মি, শিরিন সুলতানা, প্রীতিকণা শিকদার, ওমর ফারুক ফাহিম, ইমরান আজাদ, সারাবান টি জামান, তাসমিয়া সাবেরা, সুলতানা জাহান, বায়েজিদ হোসেন, নওরীন রহিম, কাজী ওমর ফয়সাল প্রমুখ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মশালায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী ও গবেষকরা।
ছবি : কালের কণ্ঠ

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.......
তারিখ.......
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে